Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১২ আশ্বিন ১৪৩২

DU in Media

27 September 2025

প্রতিদিনের বাংলাদেশ

ছাত্র সংসদ নির্বাচন

ঢাবি প্রশাসনের জবাবে ছাত্রদলের অসন্তোষ

ডাকসু

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

- অনিয়মের অভিযোগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুণ্ন করেছে : সাদা দল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে উত্থাপিত বিভিন্ন অনিয়ম-অসংগতি, অভিযোগের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যে বিবৃতি দিয়েছে তাতে অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। এদিকে ডাকসু নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সুনাম ক্ষুণ্ন করেছে বলে দাবি করেছে ঢাবির বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দল। গতকাল শুক্রবার পৃথক বিজ্ঞপ্তি

◉ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

এ বিবৃতিতে এই অসন্তোষ ও দাবি জানানো হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক মল্লিক ওয়াসি উদ্দিন তামীর পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রার্থীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত ১১টি নির্দিষ্ট অভিযোগ এবং আবেদনপত্রের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যথাযথ বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই এই বিবৃতি প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে

ঢাব প্রশাসনের জবাবে ছাত্রদলের অসন্তোষ

শেষ পৃষ্ঠার পর

হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল এবং শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল কেন্দ্রের নির্দিষ্ট বুথের সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনার জন্য প্রার্থীদের আবেদনকে প্রশাসন 'অনির্দিষ্ট' বলে অভিহিত করেছে।

ছাত্রদলের অভিযোগ- হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল এবং শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের নির্দিষ্ট বুথের সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনার আবেদন থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সেটিকে অনির্দিষ্ট বলেছে। তারা আরও দাবি করেন, ভোটার উপস্থিতি নিয়ে যে সন্দেহ তৈরি হয়েছে, তা সম্পূর্ণ সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ ছাড়া নিরসন সম্ভব নয়।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়নি, পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতি যাচাইয়ের সুযোগ দেওয়া হয়নি। এর ফলে প্রশাসনের দেওয়া ভোটার উপস্থিতির হার নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে চরম বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে আবেদন জানানো হলেও তা আমলে নেওয়া হয়নি। এ ছাড়া নীলক্ষেতে ব্যালট পেপার ছাপানো নিয়ে প্রশাসন মিথ্যাচার করছে বলে দাবি তাদের। তারা বলেন, যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে আবেদন করার পরও প্রশাসন দুই সপ্তাহ পর অভিযোগ তোলা হয়েছে বলে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস ও সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যোগ্য বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় অভিযোগগুলো তদন্ত করে শিক্ষার্থীদের সামনে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করবে– এমন প্রত্যাশাই তাদের।

অন্যদিকে ঢাবি সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. মোশেদ হাসান খান, যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আব্দুস সালাম ও অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার সাক্ষরিত বিবৃতিতে বলা হয়, সম্প্রতি দেশের বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল নিউজ টোয়েন্টিফোরে প্রচারিত অনুসন্ধানী রিপোর্টে ডাকসু নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপির যে তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে– তা নিঃসন্দেহে ঋতিয়ে দেখার দাবি রাখে। কেননা ওই প্রতিবেদনে যে ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে, তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সুনামকে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। এ ছাড়া ডাকসু নির্বাচনে গুরুতর অনিয়মের এই অভিযোগ ঢাবির গৌরবময় ঐতিহ্য এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চার কেন্দ্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানকে মারাত্মকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

সাদা দলের নেতারা বলেন, ডাকসু নির্বাচনে যেসব ক্ষেত্রে কারচুপির অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে সেসব বিষয়ে ঢাবি প্রশাসনকে অনতিবিলম্বে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে হবে। অভিযোগগুলোকে ভুল প্রমাণ করা সম্পূর্ণভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দায়িত্ব। প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহির থেকে মনোনীত সদস্যদের নিয়ে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে। কমিটির রিপোর্টে নির্বাচনে কারচুপি ও জালিয়াতি প্রমাণিত হলে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

নেতারা আরও বলেন, শুধু তাই নয়, অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে নির্বাচনের ফলাফল স্থগিত করে পুনরায় একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে। আর তা না হলে এই নির্বাচনটির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাবে। তাই ঢাবি সাদা দল মনে করে, ফ্যাসিবাদের আমলে অনুষ্ঠিত অবৈধ নির্বাচনের মাধ্যমে যেমন জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে, ঠিক তেমনই নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া না হলে ২০২৫ সালের ডাকসু নির্বাচনটিও ঢাবি শিক্ষার্থীদের ভোটাধিকার হরণের একটি প্রহসনমূলক ও কলঙ্কিত নির্বাচন হিসেবে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পাবে।

The New Age

JCD protests at DU statement on irregularities in DUCSU polls

DU Correspondent

THE Dhaka University unit of Jatiyatabadi Chhatra Dal, the student wing of the Bangladesh Nationalist Party, on Friday protested at a statement issued by the university administration on allegations of irregularities and inconsistencies in the recently held elections to the Dhaka University Central Students' Union and hall unions.

The organisation said that the September 24 statement issued by the university's public relations office, which termed the candidates' allegations 'indefinite' and 'baseless', was unacceptable.

In a press release signed by Mallik Wasi Uddin Tami, the office secretary of the Dhaka University unit of JCD, the student body alleged that the administration issued the statement without proper examination of 11 specific complaints and applications submitted by the candidates.

It said that the administration termed candidates' request for reviewing CCTV footage of specific booths at Haji Muhammad Mohsin Hall, Salimullah Muslim Hall and Shaheed Sergeant Zahurul Huq Hall as 'indefinite', while Chhatra Dal insisted that a full review of the footage was essential to resolve doubts regarding voter turnout.

It added that although the footage was not a public document, the candidates only requested an opportunity to review it in the presence of the university authorities.

Chhatra Dal also said that although applications were submitted within three days of the polls as per the DUCSU constitution and despite repeated approaches, the administration dismissed the complaints as 'baseless', prioritising press conferences over proper replies, which the student body termed a lack of sincerity.

The release further said that while the DU administration's statement denied the allegation that ballot papers were printed in Nilkhet, recent investigative reports published by the media confirmed that the ballot papers were printed in Nilkhet in an unprotected way.

It proved that the allegations of Chhatra Dal-backed candidates were true and exposed that the administration's statement was misleading, the release said.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১২ আশ্বিন ১৪৩২

DU in Media

27 September 2025

আমার দেশ

চারুকলার শরৎ উৎসবে সম্প্রীতির জয়গান

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

আশ্বিনের আকাশে ভাসছে সাদা মেঘ, মাঠে মাঠে কাশফুল আর বাতাসে বিরাজ করছে হালকা হিম। এ প্রকৃতির আবহেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার ঐতিহ্যবাহী বকুলতলায় উদযাপন করা হলো শরৎ উৎসব। গতকাল শুক্রবার বিকালের এ আয়োজনে গান, কবিতা, নৃত্য ও কথামালায় ভেসে ওঠে সত্য, সুন্দর আর সম্প্রীতির জয়গান।

'ষড়ঋতু উদযাপন জাতীয় পর্ষদ'-এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত উৎসবটি এক অনন্য সাংস্কৃতিক সমাবেশে রূপ নেয়। উদ্বোধনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহ্বায়ক এহসান মাহমুদ এবং স্বাগত বক্তব্য দেন সদস্য সচিব দীপান্ত রায়হান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমাদের সময়ের সম্পাদক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু সাইদ খান, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজম, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের (পিআইবি) মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ ও নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক কবি লতিফুল ইসলাম শিবলী।

কবিতা পাঠে অংশ নেন—কবি সাইফ বারী, কবি মৃদুল মাহবুব প্রমুখ। সংগীত পরিবেশন করেন—কোহিনুর আক্তার গোলাপী ও সাগর বাউলের দল। নৃত্যে শরতের আবহকে আরো প্রাণবন্ত করে তোলেন নৃত্যশিল্পী র‍্যাচেল প্রিয়াঙ্কা প্যারিস। শুভ্র কাশফুল, নীল আকাশ আর সাদা মেঘের প্রতীকী সাজে বকুলতলা যেন প্রকৃতি ও শিল্পের মেলবন্ধনে পরিণত হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ষড়ঋতুকে উদযাপন মানে সৃজনশীল ঐতিহ্যকে পুনর্জাগরিত করা। সংস্কৃতির দায়িত্ব সমাজের হাতে থাকতে হবে। রাষ্ট্র ব্যয় করবে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দেবে না। প্রকৃতি আমাদের সংস্কৃতিকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। সংস্কৃতি মানে সহাবস্থান ও সম্প্রীতি।



বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক আজম বলেন, 'শরতের আকাশ, চাঁদ, তারা আর কাশফুল আমাদের জন্য এক বিশেষ ঐশ্বর্য। নাগরিক জীবনের ভেতরেই প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা সম্ভব—সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই এ সম্পর্ক আরো গভীর হয়।'

পিআইবির মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ বলেন, 'আমাদের শহরে তো উৎসব নেই। শরৎ প্রকৃতিতে অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে কাশফুল, শিউলি ফুটে গেছে। কিন্তু নগরে এ সংবাদ পৌঁছে না। বাংলাদেশ তো শুধু নগর নয়। প্রকৃতি আমাদের সংস্কৃতিকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে—খাদ্যাভ্যাসে, পোশাকে, পরিবারের গঠনে, ভালোবাসা ও ভয়ে। ফলে প্রকৃতি দেশটাকে আসলে এক করে রেখেছে।'

তিনি আরো বলেন, 'ফ্যাসিবাদের সময় উচ্চমার্গীয় সংস্কৃতির নামে সাধারণ মানুষের জনসংস্কৃতিকে দমন করা হয়েছিল। গত ১৫ বছরে বড় সাহিত্য, কবিতা, নাটক বা চলচ্চিত্র আমরা পাইনি। সংস্কৃতির নামে বড় বড় প্রকল্প হয়েছে, কিন্তু প্রাণ ছিল না। আসল সংস্কৃতি মানে সহাবস্থান, আলিঙ্গন ও সম্প্রীতি। ঘৃণা ও বিদ্বেষ কখনো সংস্কৃতি হতে পারে না। ভয়ের সংস্কৃতি বলে কিছু নেই—ভয় আসলে সংস্কৃতির অনুপস্থিতি। উৎসব করে তারাই যারা লড়াই করে। লড়াইয়ের পর উৎসব আরো প্রাণবিক হয়ে ওঠে। তাই আমরা লড়তে লড়তে উৎসব করব।'

কবি লতিফুল বলেন, 'শরতের কাশফুলে যেন এখনো রক্তের দাগ লেগে আছে। আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ থেকে বহুদূরে সরে গেছি। তাই কবিতা ও সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে আমাদের ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াই জারি রাখতে হবে।'

তিনি এ ধরনের উৎসবকে পরিবেশবাদী আন্দোলনের অংশ হিসেবেও এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান।

জনকণ্ঠ

সংস্কৃতি সংবাদ

নাচ গান কবিতায় বকুলতলায় শরৎ বন্দনা

সংস্কৃতি প্রতিবেদক ॥ প্রকৃতি এখন বড্ড রূপময়। সেই সুবাদে নিসর্গজুড়ে বিরাজ করছে মায়াবী আবহ। নীলাকাশে ভাসছে গুচ্ছ গুচ্ছ মেঘের ভেলা। জলাশয়ের কিনারায় কিংবা খোলা আঙিনার বালুতটে উঁকি দিচ্ছে শ্বেতশুভ্র কাশফুল। পথচলতি পথিকের নজরে পড়ছে স্নিগ্ধ ও কোমলতার প্রতীকী শরতের প্রতিচ্ছবি।

আর শুক্রবার বিকেল থেকে রাত অবধি সেই শরতের বন্দনায় মুখরিত হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলা। সবুজ শ্যামল আঙিনায় গানের সুরে, কবিতার পঙক্তিমালায়, নাচের নান্দনিকতায় উদ্‌যাপিত হলো শরৎ উৎসব। সঙ্গে ছিল ঋতুনির্ভর আলাপচারিতা। বৈচিত্র্যের সন্ধানী অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে ষড়ঋতু উদ্‌যাপন জাতীয় পর্ষদ।

সাংস্কৃতিক পরিবেশনার সঙ্গে আয়োজনটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ধরিত্রী রক্ষার আহ্বান। ছিল প্রকৃতির প্রতি সদয় হওয়ার



ঢাবির চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় শুক্রবার শরৎ উৎসবে র‍্যাচেল প্রিয়াঙ্কা প্যারিসের নৃত্য পরিবেশনা —জনকণ্ঠ

তারতা। পাশাপাশি সকল ধর্মের মানুষের সহাবস্থান নিশ্চিতের অভিপ্রায়ে উচ্চারিত হয় সম্প্রীতির স্বদেশ গড়ার অঙ্গীকার। ব্যক্ত হয় অভ্যুত্থানপরবর্তী নতুন বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষা। সেই সঙ্গে মাজার কিংবা খানকা শরিফে হামলা বন্ধে সরকারি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান উঠে আসে বক্তাদের কথনে।

উৎসবের উদ্বোধনী পর্বে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দৈনিক আমাদের সময়ের সম্পাদক আবু সাঈদ খান, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজম, পিআইবির মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ,

নয়া দিগন্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপিত

● নিজস্ব প্রতিবেদক

'টেকসই রূপান্তরের জন্য পর্যটন'– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপিত হয়েছে বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০২৫।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের উদ্যোগে দিবসটি উপলক্ষে গত বুধবার দিনব্যাপী র‍্যালি, সেমিনারসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এসব কর্মসূচিতে পর্যটনশিল্পের সাথে মানবিকতা ও প্রকৃতির সম্মান জড়িত থাকার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয় এবং ইন্ডাস্ট্রি-অ্যাকাডেমিয়া সম্পর্ক জোরদারের ওপর আলোকপাত করা হয়।

এ দিন সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ চত্বরে দিনব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ■ ৪র্থ পৃ: ৩-এর কলামে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব পর্যটন দিবস

৩য় পৃষ্ঠার পর

ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথির নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি অনুষদ চত্বর থেকে শুরু হয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এতে বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, আমন্ত্রিত অতিথি এবং পর্যটন খাতের বিভিন্ন পেশাজীবী অংশ নেন। র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারীরা পর্যটন দিবসের প্রতিপাদ্যসংলিত ব্যানার ও ফেস্টুন প্রদর্শন করেন।

র‍্যালি শেষে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের অধ্যাপক আব্দুল্লাহ ফারুক মাল্টিপারপাস কনফারেন্স হলে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: শরিফুল আলম খন্দকারের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই সেমিনারে পর্যটন শিল্পের টেকসই উন্নয়ন ও রূপান্তরের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন বিশেষজ্ঞরা। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সউদ আহমেদ। তিনি তার প্রবন্ধে টেকসই পর্যটনের লক্ষ্য অর্জনে উদ্ভাবনী কৌশল, পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন।

অনুষ্ঠানে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম পর্যটন শিক্ষার প্রসারে অনুষদের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। সেন্টার ফর ট্যুরিজম স্টাডিজের (সিটিএস) প্রেসিডিয়াম সদস্য জাবেদ আহমেদ বাংলাদেশের পর্যটন খাতের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে আলোচনা করেন।

এ ছাড়াও ছুটি রিসোর্ট অ্যান্ড ছুটি গ্রুপের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মোস্তফা মাহমুদ আরিফী পর্যটনশিল্পে বেসরকারি খাতের ভূমিকা এবং বিনিয়োগের সুযোগ নিয়ে বক্তব্য রাখেন। সেমিনার আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ও বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভূঁইয়া অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বিভাগের ১৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থী শান্তি চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, 'পর্যটন কেবল একটি অর্থনৈতিক শিল্প নয়, এর সাথে মানবিকতা ও প্রকৃতির প্রতি গভীর সম্মান জড়িত। আমাদের অবশ্যই প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। পর্যটন খাতের বিকাশ ঘটাতে হলে এর সাথে জড়িত শিক্ষাব্যবস্থা ও বাস্তব শিল্পক্ষেত্রের মধ্যেকার সম্পর্ক আরো শক্তিশালী ও গভীর করতে হবে।' শিক্ষার্থীদের পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনেরও পরামর্শ দেন তিনি। সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. মো: শরিফুল আলম খন্দকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং টেকসই পর্যটন উন্নয়নে বিভাগীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সমকাল



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় ১৯তম শরৎ উৎসবে শিল্পীরা নাচ, গান, কবিতাসহ নানা আয়োজন তুলি ● সমকাল



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় গতবার কবিতা, গান, নৃত্য ও কথামালায় উৎসবের কথা হয় ছবি : আয়োজকদের সৌজন্যে

চারুকলার বকুলতলায় শরৎ উৎসব উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

'শরৎস্মৃত উদযাপন জাতীয় পর্যায়ের উদ্যোগ বর্ণিল আয়োজনে রাজধানীতে উদযাপিত হয়েছে 'শরৎ উৎসব-১৪৩২'। শরৎকাল বিকাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় কবিতা, গান, নৃত্য ও কথামালায় এ উৎসব হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত।

শরৎস্মৃত উদযাপন জাতীয় পর্যায়ের আহ্বায়ক এবাসান মাহমুদের উচ্চারণী বক্তব্যের মাধ্যমে শুরু হয় এ আয়োজন। তিনি বলেন, 'আমরা ছোটবেলায় পাঠ্যপুস্তকে পড়তে পড়তে বড় হয়েছি, সেখানে ছয় ঋতুর কথা লেখা ছিল। তার একটি হচ্ছে শরৎ। কিন্তু শরৎকে আমরা আজ ক্যালেন্ডারের মিনিমি দিন মেপে উদযাপন করছি না। বাস্তবে শরৎ এসেছে আমাদের জীবনে অনেক আগেই। শরৎসৌন্দর্যের নিয়ম মেনেই শরৎ এসেছিল, কিন্তু নানা পারিপার্শ্বিক কারণে আমরা তখন সেটিকে বরণ করতে পারিনি। তবে তাই বলে আশপাশে মোটা তন্তু হারাই, শরতের আকাশ নীল হওয়া বন্ধ হয়নি। শরৎ তার স্বরূপবিমায় এখনো আমাদের আয়োজন সমৃদ্ধ হতে আছে।'

উৎসবে শরৎ নিয়ে কথামালায় অংশ নেন দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকার সম্পাদক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, লেখক ও গবেষক আবু সাঈদ খান, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজম, লেখক, কবি ও শিল্পাইবিক মহাপরিচালক মাহবুব জামিল, জাতীয় কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক, কবি শফিকুল ইসলাম শিবলিসহ আরো অনেকে।

শরৎ নিয়ে আমাদের সময় সম্পাদক আবু সাঈদ খান বলেন, 'আমি কিংবা বক্তরা নিয়ে বিতর্ক হয়েছে, আমরা বিরোধী কণ্ঠস্বর উঠেছে। কিন্তু শরৎ নিয়ে তেমনো প্রোবের আপত্তি নেই। এমনকি বিদ্রোহী কবি নজরুলও শরতের কাছে এসে শান্ত ও স্নিগ্ধ হয়ে গাইছেন। আমার কাছে এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শরতের সঙ্গে আমাদের নিবিড় সম্পর্ক আছে। কিন্তু যত দলছাড়া হচ্ছি, আমরা ততই প্রকৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। ১৯৩৫ সালের শরতে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ নিরসনের জন্য রবীন্দ্রনাথ বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে রাখিবন্ধন উৎসব করেছিলেন। আমার মনে হয়, এখনো সেই রাখিবন্ধন দরকার।'

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজম বলেন, 'শরৎ একটি কোমল ও মিষ্টি ঋতু, যেখানে গ্রীষ্ম বা শীতের চরমতা নেই। যাদের মনের কোমলতা কম, তাদের পক্ষে শরতের সৌন্দর্য উপলব্ধি করা কঠিন। কাশফুলের নরমতা, নীল আকাশ, মেঘ, চাঁদ ও তারা সবচেয়ে সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে এ ঋতুতে। সব মেপে এই ঋতু নেই, আমাদের দেশেই প্রকৃতি এভাবে ধরা দেয়। দেশের জটিলতার মাঝেও প্রকৃতি আমাদের সম্বল। আশ্বিন ও কার্তিক মাসে শরতের আসর সবচেয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ হয়। আমি বিশ্বাস করি, মানবিক পরিসরেই প্রকৃতির আনন্দ উদযাপন করা সম্ভব। আমাদের কবিরা, গান ও নৃত্যের মাধ্যমেই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক পড়ে ওঠে।'

শরৎ নিয়ে কথামালার পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। গান, কবিতা আর নাচে মুখর হয়ে ওঠে বকুলতলার আঙিনার বিকেল।

গান কবিতা ও কথামালায় সম্প্রীতি রক্ষার আহ্বান

■ সমকাল প্রতিবেদক

চারুকলার বকুলতলায় শরৎ উৎসব

শরতের আকাশ মাদেরী মীলের গভীরতা, আর ভেসে চলা উজলী মেঘের ভেলা। প্রকৃতির সেই কোমল আয়োজনেই সংস্কৃতি শুক্রবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় বসেছিল শরৎ উৎসব ১৪৩২। মহস্মৃত উদযাপন জাতীয় পর্যায় এই বাণীচিত্র উৎসবের আয়োজন করে। দিনব্যাপী এ আয়োজনে নাচ, গান, কবিতা আর কথামালার মেলবন্ধনে গোটা উৎসবে ধ্বনিত হয়েছে সংস্কৃতির জাগরণ আর মানুষে-মানুষে সম্প্রীতির আহ্বান।

উৎসবে উদ্বোধনী সূত্র পরিবেশন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষক ও নৃত্যশিল্পী ব্যারোন বিশ্বাস শ্যাপিন। গান পরিবেশন করেন কোমিমুর আক্তার শেফালী ও সাথে বাউলের দল। এর পরে ধারাবাহিক কবিতা পাঠে অংশ নেন মাজহার মালকান, মুনশি মাহবুব, শামা সাহা, রাফসান গফিন, সলসবিয়ার সাদাত, লাকমা লিপি, মিজান বিন এবং শাহিবুল ইসলাম শিবলী।

এর আগে উৎসবের উদ্বোধনী সূরে বাজা একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজম বলেন, 'আমাদের দেশের প্রকৃতি জীবন্ত মুক্তধারা। শরৎ ঐশ্বর্য কোমল। এই কোমলতাকে আরো শিল্প-সাহিত্যে নতুন করে অনুভব করি।'

তিনি মনে করিয়ে দেন, শরৎ ঋতুতেই দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করতে দেবতাদের শক্তি একত্র করেছিলেন। তাই শরৎ শুধু সৌন্দর্যের নয়, শক্তি ও ঐক্যেরও ঋতু।

সভাপতির বক্তব্যে শরৎস্মৃত উদযাপন জাতীয় পর্যায়ের আহ্বায়ক কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক এবাসান মাহমুদ বলেন, 'শুভ্র আকাশের যে শরৎ, তার মতো আমাদের বাঙালিসত্তাকেও গড়ে তুলতে হবে। যারা দেশের সম্প্রীতি নষ্ট করছে, তাদের বিরুদ্ধে সরকারকে কিঠোর ঊদ্যোগ নেওয়াতে হবে। এই বাংলাদেশ সবার হবে, সব শ্রেণির মানুষের হবে—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।' তিনি আশা করেন, রাজনীতির বুদ্ধিভেদের নির্বিঘ্নে উৎসবগুলোর পরিধান বিস্তৃত করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

গান কবিতা ও কথামালায় সম্প্রীতি রক্ষার আহ্বান

■ সমকাল প্রতিবেদক

চারুকলার বকুলতলায় শরৎ উৎসব

প্রথম আলো

নাচ-গান-কবিতায় শরৎ উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

গান, নাচ, আবৃত্তিতে শরৎ উৎসব অনুষ্ঠিত হলো বকুলতলায়। শনিবার শুক্রবার দুটি দিন বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় শরৎ উৎসবের আয়োজন করেছিল মুক্তধারা উদযাপন কমিটি।

শরতের বেশি ভাগ দিনই পেরিয়ে গেছে। তবু বৃষ্টির দেখা বিরাম নেই। বিশেষ করে কয়েক দিন মেঘেই বৃষ্টিতে ভিজে স্নাতকোত্তর রাজধানী। সেই মেঘমেদুর আয়োজনে পরিবেশ সদলে গড়কাল সন্ধ্যা থেকেই আকাশ ছিল ঘোর বিরাগে দীপ্ত। শরতের নবল বন্দিত-বন্দিত শুভ মেঘের ওড়াউড়ি চোখে পড়ছিল আকাশে। বিকেলে রোদের ভাব খানিক কমে এলে কিন্তু পরিবেশে ঠক হয়েছিল শরৎ উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা।

প্রথম পর্বেই ছিল শরৎ-বন্দনা। ছোটদের স্বাগত জানিয়ে আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক এরশাদ মাহমুদ বলেন, 'সাম্প্রতিক বাংলাদেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য গত জুলাইয়ে গণ-অভ্যুত্থান হয়েছিল। কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে একটি গোষ্ঠী বৈষম্যের অবস্থা সৃষ্টির অপচেষ্টা করছে। গত ৯ দিনে ২০টি হামলা-ভাঙচুরের ঘটনা হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধ করতে হবে। শরতের মতো একটি স্নিগ্ধ শান্তিময় দেশ গড়তে হবে।'

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন আয়োজনের সমন্বয় সম্পাদক আবু সাঈদ খান, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজম, শিশুকিশোর মহাপরিচালক তারক ওয়াদিয়া, নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক লতিফুল ইসলাম শিবলী, লেখক ও প্রকাশক সাজিদ কাদরী প্রমুখ।

শরৎ-প্রসঙ্গে বক্তারা বলেন, 'আমাদের দেশের অনেক কিছু নিয়েই প্রচুর অনেকের আগ্রহ আছে, কিন্তু আমাদের দেশের মাত্রা প্রাণ-কৃষ্টিরিক্ত আর প্রেমাকাশ নেই। প্রায়শ অনুষ্ঠিতে প্রতিটি ঋতুর বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ আজও স্পষ্ট। তবে শরতের বাণার্তিক পরিসরে ঋতুবৈচিত্র্যের নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি রয়েছে। তার সৌন্দর্য রয়েছে। নাগরিক পরিসরে সেই ঋতুবৈশিষ্ট্য খতটুকু পাওয়া যায়, তাকে নিয়েই এ ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কেবল নিয়ে নাগরিক চেতনা সৃষ্টি হতে পারে। সে কারণে এমন আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ।'

বাদ্যযন্ত্রের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল নৃত্য পরিবেশনা দিয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত ও নৃত্যকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রাতেদা প্রিয়ঙ্কা পারমিত 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া' ও 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি' গানের সঙ্গে তুলি মুদ্রা পরিবেশন করেন। পরে তালতলদীতে নিয়ে মঞ্চে আসেন গোবিন্দুর আক্তার। তিনি শুরু করেছিলেন রাজন সীইয়ের গান 'এমন মানবজীবন আর কি হবে' গেয়ে। পরে পরিবেশন করেন চরীদাসের পদ 'সিরিতি নগরে বসল নাগরি, সিরিতে বইসে যে'।

গানের পরে ছিল কবিতার আবৃত্তি। এই পর্বে অংশ নেন মাহমুদুল হাকাক, লাবণ্য সিদ্দিকসহ অনেকে। মাসার কবিতা গেয়েছেন নাসরিন সীইয়ের গান, 'সে জানে আর আমি জানি', তথা পাগলার গান 'ওরে মানুষ সেবারি যদি জানাদান'।



মুক্তধারা উদযাপন জাতীয় পর্ষদ আয়োজিত শরৎ উৎসবে নৃত্য পরিবেশন করছেন এক শিল্পী। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায়। ছবি : প্রথম আলো

The New Age 27-09-2025



An artiste renders song at the Autumn Festival on the Bakultala premise at the University of Dhaka on Friday.
— New Age photo

যায়যায়দিন



ময়মনসিংহ ও টিএসসির স্মৃতিতে ফরিদা পারভীন


জয়নুল আবেদিন উদ্যান এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদের পারে ফরিদা পারভিন স্মরণ

■ এন্টারটেইনমেন্ট রিপোর্ট

ময়মনসিংহ নন্দিটে প্রখ্যাত বাউলশিল্পী ফরিদা পারভীন স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। গায়কদল ভোর থেকে জয়নুল আবেদিন উদ্যান এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদের পারে 'পরলোক' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এ সময় সারা দেশে মাজার ভাঙচুর, অকিব ও আওয়ামী মদদদাতে জেল্লা করে চুল কেটে দেয়ারও প্রতিবাদ জানানো হয়। গত কোরবানির ঈদের আগে ময়মনসিংহের তারাগঞ্জার অকিব হাসিম উদ্দিন আকন্দকে ধরে জোর করে তার চুল, দাড়ি কেটে দেয়া হয়। সেই ঘটনার ভিডিও সম্পত্তি ফেসবুকে ছড়িয়েছে।

ফরিদা পারভীন সাংস্কৃতিকে এই ঘটনার প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে আয়োজক ও কবি শর্মিম আখতারের চুলও কাটা হয়।

পরে শর্মিম আখতার বলেন, 'মাননন্দনা ফরিদা পারভীনের ময়মনসিংহে লেপে কোনো আয়োজন আমরা দেখিনি। ফরিদা পারভীনকে স্মরণ করে আমরা ছোট একটি আয়োজনের চেষ্টা করেছি। সেখানে বাউল-ফকিরদের সংস্কৃতিকে আঘাতেরও আমরা প্রতিবাদ করেছি।'

ব্রহ্মপুত্র নদ পারের বহুইকলায় সাদা কাপড় পেতে তাতে গান করেন শিল্পীরা। সকাল ১০টা পর্যন্ত মানুষজন এই অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

জয়নুল আবেদিন উদ্যানে সকালে হাঁটতে এসে গান শুনতে বসেন গবেষক রুপম ধর। তিনি বলেন, 'সকাল মানববাজার ঘুরিয়ে পেয়েছি। আজ যদি জন্ম না নিত তাহলে পৃথিবীর সবটাই নিগরে যেত। অগে আমার জন্য নিয়েছে, তারপর নদনা মকতেল বরছে।'

প্রবেশক করে শাহজাদ, সংবর্ধ চিত্রাশরা এসেছে, সলজিত্বকে নিজেদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে গেছে বালকবাবাল।'

শিল্পী ফরিদা পারভীন ১৩ সেপ্টেম্বর মারা যান। তিনি লালনগীতির জন্য সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ছিলেন।

এদিকে ফরিদা পারভীনের মৃত্যুর পর তার স্বামী সংগীতশিল্পী পাপী আবদুল হাকিম ভেবেছিলেন, তিনি আর বাঁশি বাজাবেন না। পরে স্বজনদের অনুরোধে তিনি আবার বাঁশি বাজানো শুরু করেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে এক অনুষ্ঠানে বাঁশি বাজিয়েই ফরিদার স্মৃতির প্রতি সম্মান জানালেন আবদুল হাকিম। তিনি বলেন, 'ফরিদার গানের ভুল 'আমি শেষে গেলে সাঙ্গ হবে না' গানটি বাঁশিতে শোনান পাপী আবদুল হাকিম। তিনি বলেন, 'ফরিদা পারভীন অভিন পাখি নামে যে স্কুলটি করেছেন, সেই স্কুলটি বাঁচানোর জন্য আপনারা নেতৃত্ব দেবেন। এটি যেন কোনোদিন বন্ধ না হয়ে যায়।'

ঢাকার জেজনুদ্দিন শাহ্‌রা মোড়ার গলিতে একটি ভাড়া বাড়িতে ফরিদা পারভীন অভিষেপন 'অভিন পাখি' সঙ্গীত একাডেমি' প্রতিষ্ঠা পায় ১৬ বছর আগে। ফরিদা পারভীনের কণ্ঠে লালনের গানের যে চর্চা হয়ে এসেছে গেল পাঁচ দশক ধরে, সেটি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দিতে তিনি এই প্রতিষ্ঠান গিয়ে তিলে গড়ে তোলেন।

পাপী আবদুল হাকিম বলেন, 'স্কুলটি বন্ধ হয়ে অন্তর যেন জরী না হয়। এই স্কুলটি ফরিদা পারভীনের শেষ ইচ্ছা-বাসনা ছিল। এই স্কুলে সে ছেলেমেয়েদের সুরের শিক্ষা দিত।'

'ফরিদা পারভীন সারা জীবন গানের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। স্বীকৃতির কাঙালদের জন্য তাকে কত অপমান সহ্য করতে হয়েছে। একেবারে সাধারণ জীবনযাপন করতেন। যারা বাংলা কথা বোঝে না, তারাও ফরিদা পারভীনের গান শুনে মুগ্ধ হতেন।'

অনুষ্ঠানে ফরিদা পারভীনের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় সাংস্কৃতিক ইউনিয়ন, ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টসহ বিভিন্ন সংগঠন। অনুষ্ঠানে আয়োজক সংগঠন সাংস্কৃতিক ইউনিয়নের সভাপতি মাহাবুব খলাসী গায়ায়ণকে বলেন, 'ফরিদা পারভীনের মতো গুণী শিল্পীকে সম্মান জানাতেই আমরা এই স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি।'

অনুষ্ঠানে গান শোনান পাপলা বাবুল, অরূপ রাহী, প্রি পড়ুয়া, এলিজা পুতুল, আকাশ দেওয়ান, মনু রূপসাগর আমেন। ফ্রন্টিস্ট হিসেবে ছিলেন- শামস আহমেদ অরুন (রোল), মোহাম্মদ বিহাল (বাঁশি)।

The Daily Sun



Sharat Utsab rings in harmony

Mahir Kayoum, *Dhaka*

White clouds drifting across the Ashwin sky, flowers blooming in the fields and a hint of coolness in the air – set against this autumnal backdrop, the Sharat Utsab 1432 was celebrated on Friday afternoon at the traditional Bakultala of Dhaka University's Faculty of Fine Arts.

The festival blossomed into a vibrant cultural gathering of songs, poems, dances and reflections celebrating truth, beauty and harmony.

Organised by the Sharidatru Utjapan Jatiya Parishad, the event was chaired by convener Ehsan Mahmud, with welcome remarks delivered by Member Secretary Dipanta Raihan.

Among the distinguished guests were freedom fighter and Amader Somoy Editor Abu Sayeed Khan, Bangla Academy Director General Mohammad Azam, Bangladesh Press Institute (PIB) Director General Faruk Wasif and Nazrul Institute Executive Director Latiful Islam Shibli.

>> Page 2 Col 7

Grace and tradition entwine as an artist performs a dance at the Sharat Utsab 1432, celebrated at the iconic Bakultala of Dhaka University's Faculty of Fine Arts on Friday.
-DAILY SUN PHOTO

Sharat Utsab rings

From Page-3

Poets Saif Bari and Mridul Mahbub recited verses, while musical performances came from Kohinoor Akhter Golapi and Sagar Baul's troupe. Dancer Rachel Priyanka Paris added to the festive air with her performance. Bakultala itself, adorned with flowers, sky-blue motifs, and drifting cloud imagery, appeared as a living canvas uniting nature and art.

Speakers emphasised that celebrating the seasons means reviving creative traditions.

"The responsibility of culture should remain in the hands of society. The state may fund, but it should not impose control. Real culture means coexistence and harmony," said PIB DG Faruk Wasif.

He noted that while autumn flourishes in the villages, cities remain detached. "Bangladesh is not just its cities – nature has bound our culture together through food, clothing, family and emotions."

Reflecting on the cultural landscape, he added, "In the last 15 years, we have not seen great literature, poetry, drama, or films. Projects were launched in the name of culture, but without life. Hatred and fear can never be culture. Those who fight also organise festivals because after struggle, festivals become more vital."

The Daily Observer



AUTUMN FEST AT CHARUKALA: To usher in the welcome autumn season, artistes celebrate a 'Sharodotshab' (autumn festival) at Bakultala of Charukala (Faculty of Fine Arts), Dhaka University on Friday.
PHOTO: OBSERVER